রেককিট বেনকিসার (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

বনাম

রেইনডারস লেবেল প্রিন্টিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন

(আরবিট্রেশনের জন্য আবেদন (দেওয়ানী) নং ৬৫/২০১৬)

জুলাই ০১, ২০১৯

[এ.এম. খানউইলকার এবং অজয় রাস্তোগী, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশ এবং মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ১১(৫), ১১(৯) এবং ১১(১২)(এ) - সালিশ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী এবং অ-স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহ - আবেদনকারীর মতে, প্রতিবাদীরা তাদের কাছে লেবেল ছাপানোর প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল - সেই অনুযায়ী, প্রতিবাদী নং ১ এবং আবেদনকারী ০১.০৫.২০১৪ তারিখে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করে - এটি জানানো হয়েছিল যে, ০১.০৫.২০১৪ তারিখের চুক্তিটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল - প্রতিবাদী নং ২, ০১.০৫.২০১৪ তারিখের চুক্তিতে অ-স্বাক্ষরকারী পক্ষ ছিল - পক্ষসমূহের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় - প্রতিবাদী নং ২ কে আরবিট্রেশন কার্যধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এই ভিত্তিতে যে, প্রতিবাদী নং ২ ছিল প্রতিবাদী নং ১ এর অভিভাবক/হোল্ডিং কোম্পানি - প্রতিবাদী নং ২ আবেদনকারীর দাবি অস্বীকার করে - অনুষ্ঠিত: বর্তমান ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর উপর এই প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় যে, প্রতিবাদী নং ২ এর আরবিট্রেশন চুক্তিতে সম্মতি দেওয়ার অভিপ্রায় ছিল এবং তারা শুধুমাত্র সেই সীমিত উদ্দেশ্যে পক্ষ হতে পারে, যেখানে চুক্তির ক্ষতিপূরণ ধারা কার্যকর করা হয়, যা প্রতিবাদী নং ১ এবং সরবরাহকারী গোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট ক্ষতি, লোকসান এবং ব্যয়ের জন্য দায়ী বা সম্পর্কিত - সেই দায়িত্ব আবেদনকারী দ্বারা পালন করা হয়নি - এছাড়াও, ০১.০৫.২০১৪ তারিখের চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনার প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদী নং ২ কখনও জড়িত ছিল না - সুতরাং, প্রতিবাদী নং ২ কে প্রস্তাবিত সালিশ কার্যধারার অধীন করা যায় না।

আবেদনটি নিষ্পত্তি করে আদালত

স্থির করা হয়েছেঃ ১. আবেদনে উল্লেখিত যুক্তি এবং আবেদনকারীর পক্ষ থেকে পক্ষগুলির মধ্যে আদান-প্রদানের পটভূমিতে, এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারীর দাবির মূল কথা হল যে একজন 'এফআর' বিবাদী নং ২-এর পক্ষে এবং তার পক্ষে কাজ করছিলেন, যার ফলস্বরূপ বিবাদী নং ২ সালিশ চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছেন।

রেককিট বেনকিসার (আই) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম রেইনডারস লেবেল ৯৬৭ প্রিন্টিং (আই) প্রাইভেট লিমিটেড

এই ভিত্তিটি সম্পূর্ণভাবে নং ২ দ্বারা তার হলফনামায় এই বলে ভেঙে দেওয়া হয়েছে যে, 'এফআর' কোনোভাবেই প্রতিবাদী নং ১ এর সাথে যুক্ত ছিল না এবং প্রতিবাদী নং ১ এর একজন কর্মচারী ছিল, যে চুক্তির আগে আলোচনার সময় সেই ক্ষমতাতে কাজ করেছিল। অতএব, প্রতিবাদী নং ২ চুক্তি স্বাক্ষরের আগের আলোচনার প্রক্রিয়ার সাথে কোনো কার্যকারণ সংযোগ ছিল না। যদি আবেদনকারীর প্রধান দাবি যে, 'এফআর' প্রতিবাদী নং ২ এর পক্ষে এবং পক্ষ থেকে কাজ করছিল এবং প্রতিবাদী নং ২ এর কর্তৃত্ব ছিল, ভেঙে যায়, তবে এটা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে, প্রতিবাদী নং ২ উল্লেখিত সালিশ চুক্তির পক্ষ ছিল না এবং এর প্রতি সম্মতিও দেয়নি, এবং এর অভাবে, যদি প্রতিবাদী নং ২ প্রতিবাদী নং ১ এর কোম্পানিগুলির একটি অংশ হয়, তবে তা কোনো কাজে আসবে না। আবেদনকারীর উপর এই প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় যে, প্রতিবাদী নং ২ এর সালিশ চুক্তিতে সম্মতি দেওয়ার অভিপ্রায় ছিল এবং এর পক্ষ হতে পারে, শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ ধারা কার্যকর করার সীমিত উদ্দেশ্যে, যা প্রতিবাদী নং ১ এবং সরবরাহকারী গোষ্ঠীকে বোঝায়, যা আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট ক্ষতি, লোকসান এবং ব্যয়ের জন্য দায়ী বা সম্পর্কিত। আবেদনকারী দ্বারা সেই দায়িত্ব পালন করা হয়নি। এই অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে, এটা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে, প্রতিবাদী নং ২ কে প্রস্তাবিত সালিশ কার্যধারার অধীন করা যায় না। বিচারাধীন আবেদনে দেওয়া দাবিগুলি বিবেচনা করে, এই আদালতের জন্য এটি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন নয় যে, অন্যান্য কোন উপাদান কোম্পানিগুলির অংশ, যার প্রতিবাদীরা অংশ, আলোচনার প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ৯] ৯৮৩-সি-এইচ; ৯৮৪-এ-বি]

২. এটা উল্লেখ করা যথেষ্ট যে, প্রতিবাদী নং ২ ১লা মে, ২০১৪ তারিখে উল্লেখিত চুক্তির আলোচনার প্রক্রিয়ায় কখনও জড়িত ছিল না। এই অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে, প্রতিবাদী নং ২ এর বিরুদ্ধে আবেদনটি ব্যর্থ হওয়া উচিত এবং ফলস্বরূপ, অনুমান করে একজন একক সালিশকারীর কাছে রেফারেন্স তৈরির বিধান, যে এটি একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ, এগিয়ে নেওয়া যায় না। যেহেতু বিবাদী নং ১ হল

ভারতীয় কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানি এবং ভারতে এর নিবন্ধিত অফিস রয়েছে, তাই আবেদনকারী বিবাদী নং ১ এর বিরুদ্ধে একটি দেশীয় বাণিজ্যিক সালিশ হিসাবে সালিশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একমাত্র সালিসকারী নিয়োগের জন্য তার প্রতিকার চাইতে পারেন। [অনুচ্ছেদ ১০] [৯৮৪-বি-ডি]

ক্লোরো কন্ট্রোলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সেভার্ন ট্রেন্ট ওয়াটার পিউরিফিকেশন ইনকর্পোরেটেড এবং অন্যান্য। (২০১৩) ১ এসসিসি ৬৪১ : [২০১২] ১৩ এসসিআর ৪০২ ; চেরান প্রপার্টিজ লিমিটেড বনাম কাস্তুরী অ্যান্ড সন্স লিমিটেড এবং অন্যান্য। (২০১৮) ১৬ এসসিসি ৪১৩ : [২০১৮] ৪ এসসিআর ১০৬৩ - নির্ভর করা হয়েছে।

গোধরা ইলেক্ট্রিসিটি কো. লিমিটেড এবং অন্য বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্য। (১৯৭৫) ১ এসসিসি ১৯৯ : [১৯৭৫] ২ এসসিআর ৪২ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১২] ১৩ এসসিআর ৪০২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১
[২০১৮] ৪ এসসিআর ১০৬৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১
[১৯৭৫] ২ এসসিআর ৪২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১

দেওয়ানী মূল এখতিয়ার: আরবিট্রেশনের জন্য আবেদন (দেওয়ানী) নং ৬৫/২০১৬।

অরবিন্দ পি. দাতার, ধ্রুব মেহতা, সিনিয়র অ্যাডভোকেটস., অমর গুপ্ত, আর. জওহর লাল, সিদ্ধার্থ বাওয়া, শ্যামল আনন্দ, অশ্বিনী কুমার, আবেদনকারীর পক্ষে অ্যাডভোকেটস।

দেবদত্ত কামাথ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট., তেজস কারিয়া, মিস. ইলা কাপুর, মিস. শ্রুতি সাভারওয়াল, এস. এস. শ্রফ, মিস. মিতালী দারিয়ানী, প্রতিবাদীদের পক্ষে অ্যাডভোকেটস।

আদালতের রায় প্রদান করেন এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতি।

১. অবৈধতা ও সালিশি আইন, ১৯৯৬-এর ১১(৫), ১১(৯) এবং ১১(১২)(ক) ধারার অধীনে দাখিল করা এই আবেদনের মূল প্রশ্ন, একক সালিস নিয়োগের জন্য, এই যে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ - বেলজিয়ামের আইনে গঠিত একটি কোম্পানি, যার প্রধান কার্যালয় বেলজিয়ামের ২৫৩০ বোখাউটের নিজভের্হেইডস্ট্রাট ৩-এ অবস্থিত, তাকে প্রস্তাবিত সালিশি কার্যক্রমে পক্ষভুক্ত করা যাবে কিনা, যদিও সে ১লা মে, ২০১৪ তারিখে আবেদনকারী এবং প্রথম প্রতিপক্ষ - কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির স্বাক্ষরকারী নয় - শুধুমাত্র এই কারণে যে সে (দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ) সেই গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি যার অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রতিপক্ষও।

রেককিট বেনকিসার (আই) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম রেইনডারস লেবেল ৯৬৯ প্রিন্টিং (আই) প্রাইভেট লিমিটেড [এ.এম. খানউইলকার বিচারপতি]

আইনগত অবস্থান এই যে, যেখানে কোনো অ-স্বাক্ষরকারীকে সালিশি চুক্তিতে পক্ষভুক্ত করা যায় এবং সালিশি কার্যক্রমের অধীন করা যায়, সেখানে আর কোনো নতুন প্রশ্ন নেই। ক্লোরো কন্ট্রোলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সেভেন ট্রেন্ট ওয়াটার পিউরিফিকেশন ইনকর্পোরেটেড এবং অন্যান্য মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারকের একটি বেঞ্চ অভিমত দিয়েছিল যে সাধারণত, সালিশ সেই ব্যক্তিদের মধ্যে হয়ে থাকে যারা সালিশি চুক্তির পাশাপাশি অন্তর্নিহিত বস্তুগত চুক্তির পক্ষ। "গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানিগুলির মতবাদ" প্রয়োগ করে, এটি পর্যবেক্ষণ করে যে কর্পোরেট সত্তাগুলির একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কোম্পানির মাধ্যমে সম্পাদিত একটি সালিশি চুক্তি, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, তার অ-স্বাক্ষরকারী সহযোগী সংস্থাগুলিকে আবদ্ধ করতে পারে। এই ব্যাখ্যা এই আদালতের অন্য একটি তিন বিচারকের বেঞ্চ কর্তৃক চেরান প্রপার্টিজ লিমিটেড বনাম কস্তুরী অ্যান্ড সন্স লিমিটেড এবং অন্যান্য মামলায় অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রয়োগ করা হয়েছে। এই রায়ের ২৩ নং অনুচ্ছেদে, আদালত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করে এবং ক্লোরো কন্ট্রোলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (উপরে উল্লেখিত) মামলায় বিবৃত মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে:

"২৩. যেহেতু আইনের বিবর্তন ঘটেছে, তাই এটি স্বীকৃত হয়েছে যে আধুনিক ব্যবসায়িক লেনদেন প্রায়শই একাধিক স্তর এবং চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলির মধ্যে লেনদেন হতে পারে। যে পরিস্থিতিতে তারা চুক্তিতে প্রবেশ করেছে তা স্বাক্ষরকারী এবং অ-স্বাক্ষরকারী উভয় সত্তাকে একই অভিপ্রায়ে আবদ্ধ করার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। কোনো অ-স্বাক্ষরকারীকে সালিশি চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে, আদালত বিষয়টিকে ব্যবসায়িক যুক্তিসঙ্গততার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ আরোপ করে যা লেনদেনের উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ তা হল স্বাক্ষরকারী পক্ষের সঙ্গে অ-স্বাক্ষরকারীর সম্পর্ক, বিষয়বস্তুর অভিন্নতা এবং লেনদেনের সামগ্রিক প্রকৃতির উপর গুরুত্বের ভারসাম্য। গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানিগুলির মতবাদ মূলত পক্ষগুলির মধ্যে পারস্পরিকভাবে ধারণ করা অভিপ্রায় বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে পরিস্থিতিগুলি স্বাক্ষরকারী এবং অ-স্বাক্ষরকারী উভয়কেই আবদ্ধ করার অভিপ্রায় নির্দেশ করে। এই প্রচেষ্টাটি হল ব্যবসায়িক ব্যবস্থার প্রকৃত সারমর্ম খুঁজে বের করা এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থার একটি স্তরযুক্ত কাঠামো থেকে

২. বর্তমান মামলায়, এটি বিতর্কিত নয় যে প্রতিপক্ষগণ "রেইনডার্স লেবেল প্রিন্টিং গ্রুপ" নামে পরিচিত কোম্পানিগুলির একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত কোম্পানি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলিকে প্রথম প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত জমা দেওয়ার সাথে সংযোজিত আর-১/১ নং সংযুক্তির আকারে একটি তালিকা আকারে বর্ণনা করা যেতে পারে, যা নিম্নরূপ:

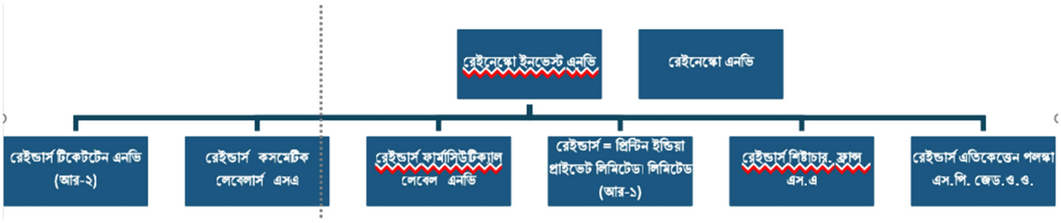

৩. ক্লোরো কন্ট্রোলস (উপরে উল্লেখিত) এবং চেরান প্রপার্টিজের মামলায় বিবৃত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, মূল প্রশ্ন হল, ১লা মে, ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সমাপ্ত হওয়া আবেদনকারী এবং প্রথম প্রতিপক্ষের মধ্যেকার লেনদেনগুলি কি মূলত কোম্পানি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং স্বাক্ষরকারী (প্রথম প্রতিপক্ষ) এবং অ-স্বাক্ষরকারী (দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ) উভয় পক্ষকে আবদ্ধ করার জন্য পক্ষগুলির স্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল কিনা। অন্য কথায়, প্রশ্ন হল, অবিসংবাদিত পরিস্থিতিগুলি কি এই ইঙ্গিত দেয় যে পক্ষগুলির পারস্পরিক অভিপ্রায় স্বাক্ষরকারী (প্রথম প্রতিপক্ষ) এবং অ-স্বাক্ষরকারী (দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ) উভয়কেই চুক্তির শর্তাবলীতে আবদ্ধ করার ছিল কিনা, যার ফলস্বরূপ আবেদনকারী এবং উক্ত প্রতিপক্ষগণের মধ্যে একটি সালিশি চুক্তি বিদ্যমান?

৪. সংশোধিত ধারা ১১(৬এ)-এর সাথে পঠিতব্য ধারা ১১-এর অধীনে, এই আদালতের অনুসন্ধান সালিশি চুক্তির অস্তিত্বের পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং, আমাদের বর্তমান মামলায় আবেদনকারীর করা দাবির দিকে ফিরে যেতে হবে। এটা লক্ষ্য করা উচিত যে প্রথম প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর করা দাবির বিরোধিতা করে কোনো হলফনামা দাখিল করেনি। প্রথম প্রতিপক্ষ, যদিও তার আইনজীবীর মাধ্যমে জোর দিয়ে বলেছে যে ১লা মে, ২০১৪ তারিখের বিষয় চুক্তিটির সাথে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই চুক্তিটি কেবল আবেদনকারীর মধ্যে

রেককিট বেনকিসার (আই) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম রেইনডারস লেবেল ৯৭১ প্রিন্টিং (আই) প্রাইভেট লিমিটেড [এ.এম. খানউইলকার বিচারপতি]

এবং প্রথম প্রতিপক্ষের মধ্যে এবং ফলস্বরূপ, এটি একটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক সালিশের জন্ম দেবে এবং কোনো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের নয়। প্রথম প্রতিপক্ষ তার আইনজীবীর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে আবেদনকারী এবং প্রথম প্রতিপক্ষের মধ্যেকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালত যদি কোনো একক সালিস নিয়োগ করে, যিনি আইন অনুযায়ী দিল্লিতে আবেদনকারী এবং শুধুমাত্র প্রথম প্রতিপক্ষের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক সালিশ পরিচালনা করবেন, তাতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

৫. যাই হোক না কেন, বিচারাধীন আবেদনের বিবরণে ফিরে আসা যাক, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১লা মে, ২০১৪ তারিখে আবেদনকারী এবং প্রথম প্রতিপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি থেকে বিরোধের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিপক্ষকে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে কারণ এটি প্রথম প্রতিপক্ষের মূল/হোল্ডিং কোম্পানি। চুক্তির ১৩ নং ধারায় পক্ষদের মধ্যে একটি সালিশি চুক্তি বিদ্যমান। ৯৪ ধারা অনুসারে, বিবাদী নং ২, বিবাদী নং ১ এর কাজ এবং ভুলের কারণে আবেদনকারীর যে কোনও ক্ষতি, ক্ষতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায় গ্রহণ করেছেন।

১৩. বিরোধ নিষ্পত্তি

১৩.১ সালিশি প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে পক্ষগণ এতদ্বারা সরল বিশ্বাসে আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতে সম্মত হন, যাহাতে সেই সকল পক্ষের ঊর্ধ্বতন কার্যনির্বাহীবৃন্দ যাহাদের উক্ত বিরোধ মীমাংসার কর্তৃত্ব রহিয়াছে তাঁহারা অংশগ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক পক্ষ এবং তাহাদের সহযোগী সংস্থাসমূহের (যেই কপিতে এই চুক্তির অনুসরণে একটি ক্রমবর্ধমান নোটিশের উল্লেখ থাকিবে) আঞ্চলিক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি (বা সমতুল্য পদাধিকারী)-কে ক্রমবর্ধমান নোটিশের একটি অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে। তবে, আলোচনা ক্রমবর্ধমান নোটিশের তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে অথবা পক্ষগণ কর্তৃক প্রাথমিক ত্রিশ দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া দীর্ঘতর মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৩.২ যদি বিরোধ উক্ত বিরোধের সূচনা হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি না হয়, তবে বিরোধটি সালিশির জন্য প্রেরণ করা হইবে এবং পক্ষগণ পারস্পরিকভাবে একজন একক সালিস নিয়োগ করিবেন যিনি ভারতীয় সালিশি আইন, ১৯৯৬ অনুসারে, সময়ে সময়ে সংশোধিত বা পুনঃপ্রণীত আকারে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। সালিশি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং কার্যক্রম ইংরেজিতে পরিচালিত হইবে।

১৩.৩ পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সংক্রান্ত কোনো বিরোধের অস্তিত্ব পক্ষগণকে উক্ত বিরোধের বিষয় নয় এমন এই চুক্তির অধীনে তাহাদের বাধ্যবাধকতা পালন করা হইতে অব্যাহতি দিবে না।

৯. ক্ষতিপূরণ

৯.১ সরবরাহকারী এবং সরবরাহকারী গোষ্ঠী আরবি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা ফলস্বরূপ (আর্থিক বা অর্থনৈতিক ক্ষতি সহ) উদ্ভূত বা সংশ্লিষ্ট যে কোনো দাবি, ক্ষতি, ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যয়ের জন্য আরবিকে ক্ষতিপূরণ করিবে, যদি উহা (i) ত্রুটিপূর্ণ কারিগরি, গুণমান বা উপকরণ; (ii) পণ্য ব্যবহার, উত্পাদন বা সরবরাহের কারণে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকারের লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের অভিযোগ; এবং

বিবাদী নং ২, বর্ণিত চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য পক্ষ যার ধারা ১৩.২ আকারে একটি সালিশ চুক্তি রয়েছে।আবেদনকারী ই-মেইল বিনিময়ের উপর নির্ভর করিয়াছে, যাহা আবেদনকারীর মতে, আইনের ৭(৪)(খ) ধারার অর্থানুসারে সালিশি চুক্তির প্রমাণ প্রদান করে। আবেদনকারীর মতে, প্রতিপক্ষগণ আবেদনকারীর জন্য লেবেল মুদ্রণের প্রস্তাব লইয়া আবেদনকারীর নিকট আসিয়াছিল, যাহার মধ্যে বুকলেট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির জন্য মুসিনক্সের প্রয়োজনীয় লেবেল অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'ড্রাগ ফ্যাক্টস' এবং অন্যান্য বিবরণ যাহা পশ্চাৎ-লেবেলে মুদ্রিত হওয়ার কথা ছিল তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে ছিল এবং প্রতিপক্ষগণ অবগত ছিল যে মুসিনক্স সরবরাহ মার্কিন বাজারের জন্য অভিপ্রেত। আবেদনকারী ২৯শে মে, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আবেদনকারী এবং প্রথম প্রতিপক্ষের কর্মকর্তাদের বৈঠকের কার্যবিবরণীর উপর নির্ভর করিয়াছে। তদনুসারে, প্রতিপক্ষগণ আবেদনকারীর নিকট লেবেল মুদ্রণের তাহাদের সক্ষমতা সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা করিয়াছিল, যাহার মধ্যে বুকলেট এবং লিফলেট লেবেলগুলি যেমন চাওয়া হইয়াছিল তেমনই ছিল এবং তাহারা তাহাদের পণ্যের গুণমান সম্পর্কে একাধিক উপস্থাপনা করিয়াছিল। আবেদনকারী দৃঢ়ভাবে বলে যে প্রতিপক্ষগণ চুক্তির সম্পাদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিল, যেখানে প্রতিপক্ষগণ আবেদনকারী এবং তাহার সহযোগী সংস্থাগুলিকে প্যাকেজিং সামগ্রী সরবরাহ করিবে। আলোচনার ভিত্তিতে, আবেদনকারী ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে ই-মেইলের মাধ্যমে চুক্তির একটি খসড়া আচরণবিধি এবং দুর্নীতি বিরোধী নীতি সহ প্রেরণ করিয়াছিল। আবেদনকারী দৃঢ়ভাবে বলে যে প্রতিপক্ষগণ ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বেলা ১২:০০ ঘটিকায় শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্সের (প্রথম প্রতিপক্ষের প্রবর্তক, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের মূল সংস্থা) ই-মেইলের মাধ্যমে একই উত্তর দিয়াছিল। উক্ত ই-মেইলের উত্তর আবেদনকারী ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বেলা ১২:১০ ঘটিকায় দিয়াছিল। উপরন্তু, শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বেলা ৪:০৯ ঘটিকায় তাহার ই-মেইলের মাধ্যমে খসড়ার একটি অনুলিপি কিছু সংযোজিত মন্তব্য সহ বেলজিয়ামে অবস্থিত প্রতিপক্ষগণের (এখানে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ) প্রধান কার্যালয় হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবেদনকারীর মতে, মন্তব্যগুলি খসড়া চুক্তির ধারা ৯০ এর সাথে সম্পর্কিত, বিবাদী নং ১ এবং ২ এর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত। তারপরে

রেককিট বেনকিসার (আই) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম রেইনডারস লেবেল ৯৭৩ প্রিন্টিং (আই) প্রাইভেট লিমিটেড [এ.এম. খানউইলকার বিচারপতি]

উক্ত ভিত্তিতে, ইহা দৃঢ়ভাবে বলা হইয়াছে যে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ এই বিষয়ের অবগত ছিল যে ক্ষতিপূরণের দায় আবেদনকারী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয় প্রতিপক্ষই ছিল সেই প্রধান কর্তা যাহার পক্ষে প্রথম প্রতিপক্ষ চুক্তি সম্পাদন করিতেছিল। আরও দৃঢ়ভাবে বলা হইয়াছে যে সালিশি চুক্তি আবেদনকারী এবং প্রথম প্রতিপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, যাহা প্রথম প্রতিপক্ষ তাহার জ্ঞাত প্রধান কর্তা, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের পক্ষে সম্পাদন করিয়াছিল। অতঃপর আবেদনকারী দৃঢ়ভাবে বলিয়াছে যে প্রথম প্রতিপক্ষ ৬ই জুন, ২০১৪ তারিখে আবেদনকারীকে একটি ই-মেইল সম্বোধন করিয়াছিল, যেখানে চুক্তির একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি সংযুক্ত ছিল এবং আরও বলা হইয়াছিল যে চুক্তির হার্ড কপি আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করা হইবে। আবেদনে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলি ৭.৭ হইতে ৭.১২ অনুচ্ছেদে বিবৃত করা হইয়াছে, যাহা এইরূপ:

"৭.৭ আবেদনকারী জানায় যে প্রতিপক্ষগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির জন্য মুসিনক্সের প্রয়োজনীয় বুকলেট এবং লিফলেট লেবেল (সহ অন্যান্য লেবেল) মুদ্রণের প্রস্তাব লইয়া তাহাদের নিকট আসিয়াছিল। 'ড্রাগ ফ্যাক্টস' এবং অন্যান্য বিবরণ যাহা পশ্চাৎ-লেবেলে মুদ্রিত হওয়ার কথা ছিল তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে ছিল এবং প্রতিপক্ষগণ অবগত ছিল যে মুসিনক্স সরবরাহ মার্কিন বাজারের জন্য অভিপ্রেত। ২২শে নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে প্রথম প্রতিপক্ষের কর্মকর্তাদের সহিত বৈঠকের সত্য অনুলিপি সংযুক্তি এ-২ (পৃষ্ঠা ১৩৩ হইতে ১৩৪)-এ সংযুক্ত করা হইয়াছে।

৭.৮ প্রতিপক্ষগণ পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির জন্য মুসিনক্সের প্রয়োজনীয় বুকলেট এবং লিফলেট লেবেল (সহ অন্যান্য লেবেল) মুদ্রণের তাহাদের সক্ষমতা সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা করিয়াছিল। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এবং উপস্থাপনার সময়, প্রতিপক্ষগণ জানাইয়াছিল যে তাহারা বিশ্বব্যাপী লেবেল মুদ্রণ শিল্পে বাজার-নেতা এবং স্ব-আঠালো লেবেলের জন্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন প্রদান করে। উপরন্তু, প্রতিপক্ষগণ জানাইয়াছিল যে ভারতে রেইনডার্স লেবেল প্রিন্টিং গ্রাহকের সকল চাহিদা পূরণের জন্য উপযুক্ত সমাধান প্রদান করে, যেখানে বোতলের লেবেলে নিখুঁত আঠালোতা (আইএসও ১৫০১০ অনুসারে) নিশ্চিত করা হয়, প্রতিটি একক লেবেল নির্দিষ্টকরণ অনুযায়ী মুদ্রিত হয় এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়। প্রতিপক্ষগণ বুকলেট ও লিফলেট লেবেল মুদ্রণের প্রস্তাব দিয়াছিল যাহাতে 'যেখানে পাঠ্য বা চিত্রের জন্য স্থান তুলনামূলকভাবে সীমিত' সেখানে অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশ করা যায়। উত্তরদাতারা

আরও স্পষ্টভাবে জোর দিয়েছিলেন যে এই ধরনের পুস্তিকা লেবেলে একটি বহু-পৃষ্ঠার পুস্তিকা থাকে, যা পিছনে আঠা দিয়ে আটকানো থাকে এবং ওষুধ শিল্পে এর প্রয়োগ রয়েছে।কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মেনে চলার উদ্দেশ্যে, প্রতিপক্ষগণ জানাইয়াছিল যে মুদ্রিত লেবেলগুলির পরিদর্শন "৫০০ ১০০% ক্যামেরা নিয়ন্ত্রিত পরিদর্শন ব্যবস্থা, অনলাইন নাম্বারিং এবং অফলাইন নাম্বারিংয়ের জন্য ইউনিট" সমন্বিত একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উপরন্তু, গুণমান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে, প্রতিপক্ষগণ আবেদনকারীকে জানাইয়াছিল যে তাহারা স্ট্যান্ডার্ড গুণমান পরীক্ষা প্রদান করে এবং সেইসাথে ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গুণমান পরীক্ষা করে। প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপস্থাপনার সত্য অনুলিপি, যেখানে কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই, সংযুক্তি এ-৩ (পৃষ্ঠা ১৩৫ হইতে ১৫৬) হিসাবে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

৭.৯ অন্তর্বর্তী সময়ে, আবেদনকারী ১৬ই এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে ভারতে অবস্থিত তাহার সহযোগী সংস্থা, অর্থাৎ আরবি হেলথকেয়ারের সহিত একটি সরবরাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আবেদনকারী এবং আরবি হেলথকেয়ারের মধ্যে সম্পাদিত সরবরাহ চুক্তির সত্য অনুলিপি সংযুক্তি এ-৪ (পৃষ্ঠা ১৫৭ হইতে ১৮৯) হিসাবে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

৭.১০ আবেদনকারী এবং প্রতিপক্ষগণ একটি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিল, যেখানে প্রতিপক্ষগণ আবেদনকারী এবং তাহার সহযোগী সংস্থাগুলিকে প্যাকেজিং সামগ্রী সরবরাহ করিবে। আলোচনার ভিত্তিতে, আবেদনকারী ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে চুক্তির একটি খসড়া আচরণবিধি এবং দুর্নীতি বিরোধী নীতি সহ প্রেরণ করিয়াছিল। আবেদনকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষগণকে সম্বোধিত ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের ইমেলের সত্য অনুলিপি সংযুক্তি এ-৫ (পৃষ্ঠা ১৯০ হইতে ১৯১) হিসাবে সংযুক্ত করা হইয়াছে। আবেদনকারী মুসিনক্স লেবেলগুলির সম্পাদিত স্পেসিফিকেশন এবং স্বাক্ষরিত মূল্য/খরচ চুক্তির অনুলিপি সংযুক্ত করিতেও অনুরোধ করিয়াছিল। ইহা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে খসড়া চুক্তির ৯ নং ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে "সরবরাহকারী এবং সরবরাহকারী গোষ্ঠী আরবি কর্তৃক উত্থাপিত যে কোনও দাবি, ক্ষতি, ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যয়ের জন্য আরবিকে ক্ষতিপূরণ করিবে (এবং তাহা প্রত্যক্ষ বা ফলস্বরূপ আর্থিক বা অর্থনৈতিক ক্ষতি হউক না কেন) যাহা এই চুক্তির শর্তাবলী পালনে সরবরাহকারীর অবহেলাপূর্ণ কার্য সম্পাদন বা ব্যর্থতা বা বিলম্বের কারণে বা তাহার সহিত সম্পর্কিত"। ৭.১১ এর জবাবে, উত্তরদাতারা শ্রী ফ্রেডেরিক রেন্ডার্স (উত্তরদাতা নং ২ এর প্রবর্তক যিনি

রেককিট বেনকিসার (আই) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম রেইনডারস লেবেল ৯৭৫ প্রিন্টিং (আই) প্রাইভেট লিমিটেড [এ.এম. খানউইলকার বিচারপতি]

উত্তরদাতা নং ১ এর পিতামাতা) এর মাধ্যমে তার ইমেলের মাধ্যমে ২৩ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে দুপুর ১২:০০ টায় উত্তর দেন।প্রেরিত ই-মেইলের সত্য অনুলিপি সংযুক্তি এ-৬ (পৃষ্ঠা ১৯২)-এ সংযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত ই-মেইল ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বেলা ১২:১০ ঘটিকায় আবেদনকারী কর্তৃক শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্সকে প্রেরিত ই-মেইলের মাধ্যমে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল। ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স কর্তৃক আবেদনকারীকে প্রেরিত ই-মেইলের সত্য অনুলিপি সংযুক্তি এ-৭ (পৃষ্ঠা ১৯৩)-এ সংযুক্ত করা হইয়াছে। উপরন্তু, শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বেলা ০৪:০৯ ঘটিকায় তাহার ই-মেইলের মাধ্যমে খসড়া চুক্তির একটি অনুলিপি "বেলজিয়ামে আমাদের প্রধান কার্যালয় (এখানে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ) হইতে কিছু মন্তব্য সহ" সংযুক্ত করিয়াছিলেন। ২০১৪ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স কর্তৃক মন্তব্য সহ প্রেরিত চুক্তির সত্য অনুলিপি সংযুক্তি এ-৮ (পৃষ্ঠা ১৯৪)-এ সংযুক্ত করা হইয়াছে। মন্তব্যগুলি প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত খসড়া চুক্তির ৯ নং ধারার সহিত সম্পর্কিত। একই ই-মেইলে, শ্রী রেইনডার্স আরও বলেন যে খসড়া চুক্তির ৯.১ ধারার জন্য, "আমরা আমাদের সর্বাধিক কভারেজ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করার জন্য আমাদের বীমা সংক্রান্ত একটি নথি সরবরাহ করিব"। উপরোক্ত বিষয় হইতে ইহা স্পষ্ট যে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ এই বিষয়ের অবগত ছিল যে ক্ষতিপূরণের দায় আবেদনকারী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয় প্রতিপক্ষই ছিল সেই প্রধান কর্তা যাহার পক্ষে প্রথম প্রতিপক্ষ চুক্তি সম্পাদন করিতেছিল। এই বিষয়ে, ইহা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে সালিশি চুক্তি আবেদনকারী এবং প্রথম প্রতিপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং, সালিশি চুক্তি প্রথম প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাহার নিজের পক্ষে এবং তাহার জ্ঞাত প্রধান কর্তা, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের পক্ষেও সম্পাদিত হইয়াছে।

৭.১২ পরবর্তী আলোচনার পর, প্রথম প্রতিপক্ষ, তাহার নিজের পক্ষে এবং তাহার মূল সংস্থা ও জ্ঞাত প্রধান কর্তা - রেইনডার্স বেলজিয়াম (দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ)-এর পক্ষে, ১লা মে, ২০১৪ তারিখে আবেদনকারীর সহিত চুক্তি সম্পাদন করে এবং একই তারিখে আবেদনকারীকে প্রেরণ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে প্রথম প্রতিপক্ষ ৬ই জুন, ২০১৪ তারিখে আবেদনকারীকে একটি ই-মেইল সম্বোধন করিয়াছিল, যেখানে চুক্তির একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি সংযুক্ত ছিল এবং আরও বলা হইয়াছিল যে চুক্তির হার্ড কপি আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করা হইবে। আবেদনকারীর কাছে উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক প্রেরিত ৬ জুন, ২০১৪ তারিখের ইমেলের সত্য টাইপ করা কপিটি পরিশিষ্ট এ-৯ (পৃষ্ঠা ১৯৫-এ) হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

চুক্তিটি পরবর্তীতে আবেদনকারী কর্তৃক সম্পাদিত হয় এবং একটি হার্ড কপি প্রতিপক্ষদের নিকট প্রেরণ করা হয়।"

(গুরুত্ব যোগ করা হইয়াছে)

৬. আমরা বিচারাধীন আবেদনের পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লিখিত চিঠিপত্রের পুনরুৎপাদন করা উপযুক্ত মনে করি, যাহাতে আবেদনকারীর উপস্থাপিত মামলাটি পরীক্ষা করা যায় যে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষকে ১লা মে, ২০১৪ তারিখের সালিশি চুক্তিতে তাহার আচরণ দ্বারা সম্মতি প্রদানকারী বা পক্ষ হইবার অভিপ্রায় পোষণকারী বলা যায় কিনা, যদিও সে উক্ত চুক্তির স্বাক্ষরকারী নয়। সংযুক্তি-৫ হইতে সংযুক্তি-৯ যাহা আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এইরূপ পাঠ করা যায়:

"সংযুক্তি এ-৫

প্রেরক: যোশী, সোনু [মেইল করুন: Sonu.Joshi@rb.com]

প্রেরণের তারিখ: বুধবার, ২৩শে এপ্রিল ২০১৪ ১০:৩৮

প্রাপক: ফ্রেডেরিক রেইনডার্স

বিষয়: বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর - আরবি ও রেইনডার্স

প্রিয় ফ্রেডেরিক,

আমাদের বিশ্বব্যাপী ক্রয় নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে, আমাদের সকল সরবরাহকারীর সহিত আচরণবিধি এবং দুর্নীতি বিরোধী নীতি সংক্রান্ত বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করা আরবি-র জন্য বাধ্যতামূলক। সেই অনুযায়ী, অবিলম্বে স্বাক্ষরের জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি অনুগ্রহপূর্বক প্রেরণ করুন:

১. আচরণবিধি

২. দুর্নীতি বিরোধী নীতি এবং

৩. বাণিজ্যিক চুক্তি (প্যাকিং সামগ্রী সরবরাহ চুক্তি)। উপরোক্ত নথিগুলির সহিত, মুসিনক্স লেবেলের স্বাক্ষরিত স্পেসিফিকেশন এবং মুসিনক্স লেবেলের আমাদের মূল্য/খরচ সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত অনুলিপিও প্রেরণ করুন।

অনুগ্রহপূর্বক বাণিজ্যিক চুক্তিটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন, সকল প্রাসঙ্গিক বিবরণ যেমন কোম্পানি নাম, ঠিকানা, সরবরাহ/উৎপাদন স্থান, উৎপাদিত/সরবরাহকৃত পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ, সম্মত অর্থ প্রদানের শর্তাবলী ইত্যাদি প্রদান করুন এবং আচরণবিধি ও দুর্নীতি বিরোধী নীতির স্বাক্ষরিত ও কোম্পানির সীলমোহরযুক্ত অনুলিপি সহ যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অনুলিপি আমাদের প্রেরণ করুন।

রেককিট বেনকিসার (আই) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম রেইনডারস লেবেল ৯৭৭ প্রিন্টিং (আই) প্রাইভেট লিমিটেড [এ.এম. খানউইলকার বিচারপতি]

আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে ৩০শে এপ্রিল ২০১৪ তারিখের মধ্যে বা তার পূর্বে সকল নথি ইমেল/কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠান এবং যদি এর আগে পাঠান তবে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ হব।

শুভেচ্ছান্তে,

সোনু দেব যোশী

ম্যানেজার - ক্রয় (প্যাকিং সামগ্রী)

আরবি

প্লট - ৪৮, ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, সেক্টর-৩২, গুরুগ্রাম - ১২২০০০১

ডিরেক্ট-৯১-১২৪-৪০২৮১৯৭; মোবাইল +৯১ ৮৫২৭৩-৯৯৪৮৭

[www.reckittbenckiser.com]

সংযুক্তি এ-৬

২৩শে এপ্রিল ২০১৪ তারিখে বেলা ১২:০০ ঘটিকায়, "ফ্রেডেরিক রেইনডার্স" [fre@reynders.com] লিখিয়াছেন:

প্রিয় সোনু,

৩০শে তারিখের পূর্বে আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ নথি সরবরাহ করিব। পিও পাওয়ার পর আরবি ফ্যাক্টরি, বাড্ডিতে পৌঁছানো পর্যন্ত ১৪ দিনের লিড টাইম বিশেষভাবে অনুরোধ করা এবং সুপারিশ করা হচ্ছে।

অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন।

শুভেচ্ছান্তে,

ফ্রেডেরিক রেইনডার্স

রেইনডার্স লেবেল প্রিন্টিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড।

www.reynders.com

সংযুক্তি এ-৭

প্রেরক: যোশী, সোনু [[মেইল করুন: Sonu.Joshi@rb.com]]

প্রেরণের তারিখ: বুধবার, ২৩শে এপ্রিল ২০১৪ ১২:১০

প্রাপক: ফ্রেডেরিক রেইনডার্স

অনুলিপি: কারি ভ্যানডেনবুশে

বিষয়: প্রতি: বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর - আরবি ও রেইনডার্স

হাই ফ্রেডেরিক,

ধন্যবাদ।

আমরা (আমি ও আপনি) লিড-টাইম নিয়ে আলোচনা করব, কিছু অতিরিক্ত দিন যোগ করে বাড্ডি প্ল্যানিং টিমের কাছে আনুষ্ঠানিক লিড-টাইম জানাব।

অনানুষ্ঠানিক বা আসল/জরুরী/সংকুচিত লিড-টাইম আমাদের তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

শুভেচ্ছান্তে,

সোনু দেব যোশী

ম্যানেজার-পিএম প্রকিউরমেন্ট

আরবি

সংযুক্তি এ-৮

প্রেরক: ফ্রেডেরিক রেইনডার্স [মেইল:fre@reynders.com]]

প্রেরণের তারিখ: বুধবার, ২৩শে এপ্রিল ২০১৪ ৪:০৯ অপরাহ্ন

প্রাপক: যোশী, সোনু

অনুলিপি: কারি ভ্যানডেনবুশে

বিষয়: প্রতি: বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর - আরবি ও রেইনডার্স

প্রিয় সোনু,

অনুগ্রহ করে বেলজিয়ামে আমাদের প্রধান কার্যালয়ের কিছু মন্তব্য সহ চুক্তির অনুলিপি সংযুক্ত দেখুন। আমরা একটি বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনীয় লিড-টাইম নিয়ে আলোচনা ও সম্মত হব, যা আমাদের তিনজনের মধ্যেই থাকবে।

৯.১-এর জন্য, আমি আমাদের সর্বাধিক কভারেজ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করার জন্য আমাদের বীমা সংক্রান্ত একটি নথি সরবরাহ করব।

আপনার মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি। কোনো প্রশ্ন থাকলে নির্দ্বিধায় ফোন করতে পারেন।

ফ্রেডেরিক রেইনডার্স

রেইনডার্স লেবেল প্রিন্টিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড।

www.reynders.com

রেককিট বেনকিসার (আই) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম রেইনডারস লেবেল ৯৭৯ প্রিন্টিং (আই) প্রাইভেট লিমিটেড [এ.এম. খানউইলকার বিচারপতি]

সংযুক্তি এ-৯

প্রেরক: কারি ভ্যানডেনবুশে mail to:fre@reynders.com

প্রেরণের তারিখ: শুক্রবার, ৬ই জুন ২০১৪ ৪:৩৮ অপরাহ্ন

প্রাপক: যোশী, সোনু

অনুলিপি: ফ্রেডেরিক রেইনডার্স

বিষয়: ফরোয়ার্ড: বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর - আরবি ও রেইনডার্স

প্রিয় শ্রী সোনু যোশী,

সংযুক্ত ফাইলে কোম্পানির সীলমোহরযুক্ত স্বাক্ষরিত চুক্তিটি পাবেন। হার্ড কপি আজ আপনার গুরুগ্রামের আরঅ্যান্ডবি অফিসে পৌঁছে দেওয়া হবে।

শুভেচ্ছান্তে,

কারি ভ্যানডেনবুশে

সাইট ম্যানেজার

প্লট নং এফ ৬৮৬ - চোপানকি ইন্ড. এরিয়া

চোপানকি ৩০১০১৯ - ভিওয়াড়ি - রাজস্থান

টেলিফোন + ৯১ ৯৮৭ ১০২৪ ৪৬৭

মোবাইল + ৯১ ৯৮৭ ১০২ ৪৪৬৭

ফ্যাক্স + ৯১ ১৪৯ ৩৩০ ৫৪০৩

www.reynders.com

(গুরুত্ব যোগ করা হইয়াছে)

৭. দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ তাহার পাল্টা হলফনামা দাখিল করিয়াছে এবং দৃঢ়ভাবে আবেদনকারীর এই বক্তব্য খণ্ডন করিয়াছে যে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ প্রথম প্রতিপক্ষের মূল বা হোল্ডিং কোম্পানি। ইহা বলা হইয়াছে যে প্রথম প্রতিপক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ উভয়েই রেইনডার্স লেবেল প্রিন্টিং গ্রুপের অংশ। এই গোষ্ঠীটি সাতটি মুদ্রণ কোম্পানির একটি আন্তর্জাতিকভাবে কার্যরত গোষ্ঠী এবং এই প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব স্বতন্ত্র আইনি সত্তা রহিয়াছে এবং বিভিন্ন অফিসে স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনা করে। উপরন্তু, এই কোম্পানিগুলির কেবলমাত্র একটি সাধারণ মূল সংস্থা রহিয়াছে, অর্থাৎ রেইনস্কো এনভি, যাহা প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় প্রতিপক্ষের হোল্ডিং কোম্পানি। প্রথমত, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের ভারতে কোনো উপস্থিতি বা কার্যকলাপ নাই এবং চুক্তিটির আলোচনা, সম্পাদন এবং/অথবা কার্যকারিতায় তাহার কোনো ভূমিকা ছিল না। আবেদনকারী এবং

দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের মধ্যে চুক্তির কোনো গোপনীয়তা নাই। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ তাহার পাল্টা হলফনামায় স্পষ্টভাবে জানাইয়াছে যে শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের প্রবর্তক ছিলেন না। তবে, শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স প্রথম প্রতিপক্ষের একজন কর্মচারী ছিলেন। উল্লিখিত চুক্তির স্বাক্ষরকারী শ্রী কারি ভ্যানডেনবুশে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের পক্ষে কোনো ব্যবস্থাপকীয় কার্য সম্পাদন করেন নাই, অথবা তিনি উক্ত প্রতিপক্ষকে নিয়োগের কোনো কর্তৃত্ব সহ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের কোনো অনুমোদিত প্রতিনিধি বা পরিচালকও ছিলেন না। পাল্টা হলফনামার প্রাসঙ্গিক অংশটি এইরূপ:

"জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নাই।

১৫. ইহা বলা ভুল যে জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ কোনো সময়ে চুক্তির আলোচনায় জড়িতছিল। জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর নিকট কোনো উপস্থাপনা বা বিবৃতি প্রদান করে নাই। আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত নথি হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় না যে জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর নিকট কোনো উপস্থাপনা করিয়াছে অথবা চুক্তির তারিখের পূর্বে কোনো সভায় উপস্থিত ছিল।

১৬. আবেদনকারী যাহা বলিয়াছেন তাহার বিপরীতে, জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ চুক্তির খসড়ার উপর কোনো মন্তব্য প্রদান করে নাই। জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ জানাইতেছে যে ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের ই-মেইল সম্পর্কে সে অবগত নহে, যাহা আবেদনকারী কর্তৃক কথিত হইয়াছে। প্রথম প্রতিপক্ষ ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের কোনো ই-মেইল অথবা চুক্তির খসড়ার উপর জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের মন্তব্য চাহিয়া অনুরূপ কোনো ই-মেইল জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করে নাই। বেলজিয়ামের প্রধান কার্যালয়ের উল্লেখ জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের প্রতি কোনো নির্দেশক নহে। উপরে যেমন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ হোল্ডিং কোম্পানি রেইনস্কো এনভি-এর সাতটি সহযোগী সংস্থার মধ্যে একটি।

১৭. উত্তরদাতা দাবি করেন যে তারা চুক্তি সম্পর্কিত কোনও আলোচনার পক্ষ ছিলেন না। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী, শ্রী কার্ল ভ্যান্ডেনবুশে এবং শ্রী ফ্রেডেরিক রেন্ডার্স, যিনি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা পরিচালনা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তারা উত্তরদাতার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন না (অথবা প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করছিলেন) বা

কোনওভাবেই কাজ করছিলেন না, এবং উত্তরদাতাকে আবদ্ধ করার কোনও কর্তৃত্ব তাদের ছিল না।

১৮. জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের বর্তমান বিরোধের সহিত কোনো সম্পর্ক নাই, কারণ চুক্তিটির আলোচনা, সম্পাদন বা বাস্তবায়নে তাহার কোনো ভূমিকা ছিল না।

প্রথম প্রতিপক্ষের জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষকে আবদ্ধ করার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না এবং প্রথম প্রতিপক্ষ জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করে নাই।

১৯. চুক্তির স্বাক্ষরকারী শ্রী কার্ল ভ্যানডেনবুশে জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের পক্ষে কোনো সময়ে কোনো ব্যবস্থাপকীয় কার্য সম্পাদন করেন নাই। শ্রী ভ্যানডেনবুশে কখনই জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের কোনো অনুমোদিত প্রতিনিধি বা পরিচালক ছিলেন না, যাহার কোনো কর্তৃত্ব ছিল জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষকে আবদ্ধ করার।

২০. উপরন্তু, শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স, যিনি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহাকে ভুলভাবে জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের প্রবর্তক হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের কর্মচারী, কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি ছিলেন না এবং কখনও ছিলেনও না।

২১. আবেদনকারী এই মর্মে বিতর্ক করিয়াছে যে শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের পক্ষে কার্য করিয়াছিলেন এবং জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ প্রথম প্রতিপক্ষের মূল সংস্থা হওয়ায় চুক্তি এবং ফলস্বরূপ সালিশি চুক্তি জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষকে আবদ্ধ করে। ইহা দাখিল করা হইয়াছে যে জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ প্রথম প্রতিপক্ষের মূল সংস্থা নহে এবং কোনো সময়ে শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের অথবা সেই কারণে রেইনস্কো এনভি-এর কর্মচারী ছিলেন না। স্পষ্টতই, শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের পক্ষে কার্য করিতেছিলেন না এবং জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষকে আবদ্ধ করার তাহার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত যোগাযোগ এবং নথি হইতে এমন কিছুই প্রতীয়মান হয় না যে শ্রী ভ্যানডেনবুশে অথবা শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স নিজেদেরকে জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের এজেন্ট বা জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের পক্ষে কার্যরত অনুমোদিত ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করিয়াছিলেন।

২২. ইহা দাখিল করা হইয়াছে যে জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষের বর্তমান বিরোধের সহিত কোনো সম্পর্ক নাই, কারণ চুক্তিটির আলোচনা, সম্পাদন বা বাস্তবায়নে তাহার কোনো ভূমিকা ছিল না। সেই কারণে, আবেদনকারীর এই দাখিল যে প্রথম প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে, তাহা ভুল। উপরে যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে, জবাবদিহি প্রদানকারী প্রতিপক্ষ আবেদনকারী এবং প্রথম প্রতিপক্ষের মধ্যেকার আলোচনাগুলিতে অংশগ্রহণকারী ছিল না।"

(গুরুত্ব যোগ করা হইয়াছে)

৮. আবেদনকারী একটি প্রত্যুত্তর হলফনামা দাখিল করিয়াছে, যেখানে অস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে চুক্তির আলোচনা চলাকালীন শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নির্দেশাবলী গ্রহণ করিতেছিলেন। উক্ত হলফনামার ১০ হইতে ১২ নং অনুচ্ছেদে, আবেদনকারী দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ কর্তৃক গৃহীত অবস্থানের উত্তরে বলিয়াছে:

"১০. ১৫ নং অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু ভুল এবং অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহা নথিবদ্ধ বিষয় (আবেদনের ১৩৫ পৃষ্ঠায় সংযুক্তি এ-৩) যে প্রতিপক্ষগণ 'রেইনডার্স লেবেল প্রিন্টিং'-এর সাধারণ ব্যানারের অধীনে চুক্তির আলোচনার সময় আবেদনকারীর নিকট আসিয়াছিল এবং সেই ক্ষমতায় আবেদনকারীর নিকট একটি উপস্থাপনা করিয়াছিল। বস্তুত, প্রতিপক্ষগণ নিজেদেরকে একটি লেবেল মুদ্রণকারী কোম্পানি হিসাবে উপস্থাপন করিয়াছিল, যাহার মুদ্রণ কার্য বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানে সম্পন্ন হয়।

১১. ১৬-১৮ নং অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু ভুল এবং অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহা নথিবদ্ধ বিষয় (আবেদনের ১৯৪ পৃষ্ঠায় সংযুক্তি এ-৮) যে চুক্তির আলোচনা চলাকালীন প্রথম প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের নিকট হইতে নির্দেশাবলী গ্রহণ করিয়াছিল। বস্তুত, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ শ্রী ক্রিস্টফ ভ্যানডেনব্রুকের মাধ্যমে চুক্তির উপর মন্তব্য প্রদান করিয়াছিল। একই শ্রী ক্রিস্টফ ভ্যানডেনব্রুক পরবর্তীতে পক্ষগণের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধগুলির বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানের জন্য আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ক্রমবর্ধমান মধ্যস্থতা সভায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও ইহা কোনো পূর্বধারণা ছাড়াই দাখিল করা হইতেছে যে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ চুক্তির আলোচনাগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা অপ্রাসঙ্গিক। প্রাথমিক দাখিলগুলিতে যেমন বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ চুক্তিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছে তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ রহিয়াছে।

রেককিট বেনকিসার (আই) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম রেইনডারস লেবেল ৯৮৩ প্রিন্টিং (আই) প্রাইভেট লিমিটেড [এ.এম. খানউইলকার বিচারপতি]

১২. ১৯-২২ নং অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু ভুল এবং অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহা নথিবদ্ধ বিষয় (আবেদনের ১৯৪ পৃষ্ঠায় সংযুক্তি এ-৮) যে চুক্তির আলোচনার সময় শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নির্দেশাবলী গ্রহণ করিতেছিলেন। উপরে যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ ক্ষতিপূরণ ধারার অধীনে তাহার দায় স্বীকার করিয়াছে, তবে তাহার দায়ের পরিধি সীমিত করিয়াছে। উপরন্তু, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সালিশি ধারার অধীনে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ক্রমবর্ধমান মধ্যস্থতা সভায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল। স্পষ্টতই অনুচ্ছেদগুলি একটি পুনঃচিন্তা।"

(গুরুত্ব যোগ করা হইয়াছে)

৯. আবেদনে বিবৃত বিষয়াবলী এবং পক্ষগণের মধ্যে আদান-প্রদানকৃত চিঠিপত্রের পটভূমিতে, ইহা স্পষ্ট যে আবেদনকারীর মূল বক্তব্য হইল শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের পক্ষে এবং তাহার নির্দেশে কার্য করিতেছিলেন, যাহার ফলস্বরূপ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সালিশি চুক্তিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছে। এই ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাহার হলফনামায় খণ্ডন করা হইয়াছে, যেখানে বলা হইয়াছে যে শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের সহিত কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন না এবং তিনি প্রথম প্রতিপক্ষের একজন কর্মচারী ছিলেন, যিনি চুক্তি সম্পাদনের আলোচনার সময় সেই ক্ষমতায় কার্য করিয়াছিলেন। সুতরাং, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সালিশি চুক্তির স্বাক্ষরকারী ছিল না এবং চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আলোচনার পর্যায়ে তাহার কোনো কার্যকারণ সম্পর্কও ছিল না। যদি আবেদনকারীর মূল বক্তব্য যে শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের পক্ষে এবং তাহার নির্দেশে কার্য করিয়াছিলেন, তাহা ধোপে না টেকে, তবে ইহা অবশ্যম্ভাবীভাবে অনুসরণ করিবে যে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ উক্ত চুক্তির পক্ষ ছিল না এবং সেই কারণে, অনুপস্থিতিতে, যদি দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সেই গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি হয় যাহার অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রতিপক্ষও, তবে তাহা কোনো কাজে আসিবে না। সালিশি চুক্তিতে সম্মতি প্রদানের এবং সেই কারণে পক্ষ হইবার, এমনকি ৯ নং ধারায় উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ ধারার সীমিত উদ্দেশ্যেও, যাহার মাধ্যমে প্রথম প্রতিপক্ষ এবং সরবরাহকারী গোষ্ঠীকে আবেদনকারী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত বা উদ্ভূত যে কোনো ক্ষতি, ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যয়ের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ করিতে বলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দাখিল করার দায়িত্ব আবেদনকারীর উপর বর্তায়, যেখানে সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট বিষয়াবলী উল্লেখ করা হইয়াছে। আবেদনকারী সেই বোঝা মোটেও

মুক্ত করেননি। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, এটি অবশ্যই মেনে চলতে হবে যে বিবাদী নং ২ প্রস্তাবিত সালিসি কার্যক্রমের আওতায় পড়বে না। বিচারাধীন আবেদনে বিবৃত বিষয়াবলী বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য কোন কোম্পানিগুলি উক্ত গোষ্ঠীভুক্ত, যাহার অংশ হিসাবে প্রতিপক্ষগণ আলোচনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল, সেই বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান করা অপ্রয়োজনীয়।

১০. এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রথম প্রতিপক্ষ ১লা মে, ২০১৪ তারিখের উল্লিখিত চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিল না। এই খোঁজা-এর ভিত্তিতে, একক সালিস নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আবেদন ব্যর্থ হইবে এবং ফলস্বরূপ, ইহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ হিসাবে উল্লেখ করার বিধান আর অগ্রসর করা যাইবে না। যেহেতু প্রথম প্রতিপক্ষ ভারতীয় কোম্পানি আইন এবং ভারতে তাহার নিবন্ধিত কার্যালয় অনুসারে গঠিত একটি কোম্পানি, তাই আবেদনকারী প্রথম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একক সালিস নিয়োগের জন্য তাহার প্রতিকার অনুসরণ করিতে পারে, যাহাতে একটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।

১১. বস্তুত, আবেদনকারী দৃঢ়ভাবে চুক্তির পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী চিঠিপত্রের উপর নির্ভর করিয়াছে, তবে তাহা বিচারাধীন বিষয়টির উত্তর দেওয়ার ভিত্তি হইতে পারে না। দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ পোস্ট-কন্ট্রাক্ট আলোচনা যে চুক্তির ভিত্তি ছিল না, সেই যুক্তির সমর্থনে গোধরা ইলেকট্রিসিটি কোং লিঃ এবং অন্যান্য বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্য মামলার ব্যাখ্যার উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ভর করিয়াছে। কোনো ক্ষেত্রেই, এমনকি যদি ইহা অনুমান করাও হয় যে শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্স দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের পক্ষে লেনদেন করার কর্তৃত্ব রাখিতেন, যাহা দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ কর্তৃক খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, তবুও ইহা স্পষ্ট যে শ্রী ফ্রেডেরিক রেইনডার্সের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের সহিত কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং তাহার কোনো কর্তৃত্বও ছিল না, তিনি কেবলমাত্র প্রথম প্রতিপক্ষের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং সেই ধারণক্ষমতা-তে কার্য করিয়াছিলেন।

১২. আমাদের যে অভিমত, সেই অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়াবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয়। এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আবেদন ব্যর্থ হইবে এবং সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, আবেদনকারীকে কোনো প্রতিকার মঞ্জুর করা যাইবে না, যিনি এই আদালতকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তা সত্ত্বেও, বিবাদী নং ১ আইনজীবীর মাধ্যমে অনুরোধ করেছেন যে

যেহেতু আবেদনকারী এবং বিবাদী নং ১ এর মধ্যে বিষয় চুক্তিতে একটি সালিশ ধারা (ধারা ১৩) রয়েছে এবং যেহেতু তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে, তাই বিবাদী নং ১ আবেদনকারী এবং বিবাদী নং ১ এর মধ্যে সালিশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই আদালত কর্তৃক একমাত্র সালিসকারী নিয়োগে সম্মত হবেন, যা দেশীয় বাণিজ্যিক সালিশ হিসাবে বিবেচিত হবে। মৌখিক যুক্তি সমাপ্তির পর দায়ের করা লিখিত দাখিলপত্রে এই অবস্থানটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, যদিও দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আবেদনকারীকে কোনো প্রতিকার মঞ্জুর করা যায় না, তবুও আমরা ন্যায়বিচারের স্বার্থে নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করিতেছি।

১৩. দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সালিশি আবেদন খারিজ করা হইল। তবে, আমরা মিঃ বিচারপতি বদর ডুররেজ আহমেদ (জম্মু ও কাশ্মীর উচ্চ আদালতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি)-কে ১৯৯৬ সালের আইনের শর্তাবলী অনুসারে আবেদনকারী এবং প্রথম প্রতিপক্ষের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক সালিশি কার্যক্রম নিউ দিল্লিতে পরিচালনার জন্য একক সালিস নিযুক্ত করিলাম।

১৪. উপরোক্ত শর্তাবলীতে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হইল। কোনো খরচ ধার্য করা হইল না। সকল বিচারাধীন অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনও নিষ্পত্তি করা হইল।

অঙ্কিত জ্ঞান আবেদন নিষ্পত্তি করা হইল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen